Kabita Kusumanjali.

FOR

CHILDREN

BY

KRISHNA KISHORE BUNDOPADHYAYA.

FIRST PANDIT, CALCUTTA GOVERNMENT PATHSHALA.

কবিতাকুসুমাঞ্জলি।

বালকদিগের শিক্ষার্থ

শ্রীকৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়প্রণীত।

কলিকাতা;

(সিমুলিয়া কাঁসারি পাড়ায়)

—লেন ১ নং বাটীতে

হিতৈষী যন্ত্রে

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১২৭৫।

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গবিদ্যালয়ের বালকগণের পাঠ্য কবিতা-গ্রন্থ অতি বিরল, এ কারণ আমি কবিতা-কুসুমাঞ্জলি নামে এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছি কিন্তু এ বিষয়ে যে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। ইহাতে বালকগণের শিক্ষোপযোগী কয়েকটী বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা গ্রন্থবিশেষের অনুবাদ নহে কিন্তু এই পুস্তকের কোন কোন স্থানে দুই একটী সংস্কৃত কবিতার ভাব গ্রহণ করা হইয়াছে। আমি কৃতজ্ঞতার সহিত অস্বীকার করিতেছি; এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কনকালে কলিকাতা নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মধুসূদন বাচস্পতি ও শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ গুপ্ত এই দুই মহাশয় সংশোধনবিষয়ে বিলক্ষণ আনুকূল্য করিয়াছেন। এক্ষণে বক্তব্য যে, মাদৃশ ক্ষুদ্রজনের অশক্তিকৃত কবিতাবলী যে সহৃদয় মহোদয়গণের হৃদয়-

গ্রাহিণী হইবে সে বিষয়ে আশা করা দুরাশা মাত্র, তবে এই ক্ষুদ্র পুস্তকের দুই একটী শ্লোকও যদি তাঁহাদের সন্তোষকর হয় তাহা হইলেই পরিশ্রম সফল বোধ করিব।

কলিকাতা
১২৭৫। ১৬ ই ভাদ্র। } শ্রীকৃষ্ণকিশোর শর্ম্মা।

নির্ঘণ্ট।

কবিতাকুসুমাঞ্জলি।

কল্পনা।

এস গো কল্পনা! মম মানস আসনে,
পূর্ণ কর অভিলাষ চাহ অকিঞ্চনে।
রচনাসাগরে যাই নাই হেন তরি,
তুমি যদি কৃপা কর তবে তাহে তরি।
কত যে শকতি তব বলা নাহি যায়,
স্বর্গের সুষমা দেবি! দেখাও ধরায়।
শোকতাপদুঃখময় দেখিয়া সংসার,
কি কব, করুণা কত করেছ বিস্তার।
নিখিল-সন্তাপানল-নির্ব্বাণ-কারণ,
দিয়াছ মানবে মাতঃ কাব্যামৃত ধন—
অমূল্য, পরমনিধি, সংসারের সার,
ভেবে যায় দূরে যায় যন্ত্রণা অপার।
তোমার করুণাকণা পেয়ে কবিকুল,
যতনে প্রকৃতিবনে তুলি নানা ফুল,

গাঁথয়ে চিকণ মালা, পরিমলে যার,
আমোদিত হয় মাতঃ সকল সংসার।
সে মনোমোহিনী মালা হৃদয়ে যে ধরে,
আনন্দসলিল তার অন্তরে না ধরে।
হইলে তোমার কৃপা না হয় কি বল?
ধরায় বসিয়া দেখি ভুবন সকল।
ঘরে বসি জলরাশি কে দেখাতে পারে?
কে এখনি লয়ে যেতে পারয়ে কান্তারে?
আজ্ঞা যদি কর তুমি করুণা বিস্তারি,
অসময়ে পেতে পারি শরদের বারি।
সুবাসিত সুশোভিত বসন্তের ফুল,
অসময়ে দেখি, যদি হও অনুকূল।
প্রশস্ত প্রান্তর আর কানন, নির্ঝর,
তটিনী, তড়াগ, তরু, মরু-ভয়ঙ্কর,
উপকূল, গিরি, এরা প্রকৃতির দেহ,
ক্ষণেকে দেখিতে পাই যদি আজ্ঞা দেহ।
কত শত কবিকুল তোমার কৃপায়,
ধরায় ধরিয়া দেহ অমরতা পায়।
অমর করিতে নরে এ সংসারে আর,
তোমা বিনা আছে দেবি! শকতি কাহার।

সেই হেতু হয় বাঞ্ছা ডাকিতে তোমায়,
লোকে পাছে উপহাসে মন ভয় পায়।
বিবক্ষু হইয়া বহু গিয়াছে বাসর,
এবে লজ্জা পরিহরি হতেছি মুখর।
দয়া করি দেবি যদি দাও পদাশ্রয়,
তবে তরে যায় তব অধম তনয়।
বিদ্যাধনে অতিদীন প্রবীণ পামর,
আমায় দেখিয়া দেবি করুণা বিতর।
কিন্তু মম মনে ইহা আছয়ে নিশ্চয়;
কখন আমার মনে পাবেনা উদয়—
কেনই পাইবে? ইহা সম্ভব কি হয়,
লয় কি প্রাসাদবাসী কুটীরে আশ্রয়।
মা তোমায় রত্নাকর কবি যত্ন করি,
রাখিতেন মনোরত্ন-সিংহাসনোপরি।
হোমর হাফেজ আদি কবি সমুদায়,
বসায়ে মানসাসনে সেবিত তোমায়।
কালিদাস ভবভূতি আর কবি যত,
তাঁদের প্রশস্ত মনে ছিলে অবিরত।
জ্ঞান বিনা তমোময় মম মনোভূমি,
মনে ভাল জানি, ঘৃণা করিবে গো তুমি।

তবে যে তোমায় ডাকি, দুরাশা পবনে,
করেছে চঞ্চল মম বলহীন মনে।—
অরে রে দুরাশা তোর এ কেমন কল,
সহজ মানবে কর প্রবল পাগল।

কব কত, কত শত পাব উপহাস,
তথাপি হতেছি আমি দুরাশার দাস।
বোবা যদি বাঞ্ছা করে বক্তৃতা করণে,
খঞ্জনের নাচ দেখি নাচে খঞ্জজনে।
বধিরে সেতার যদি যায় শুনিবারে,
কেনা বল, ব্যঙ্গ করে দেখি সে সবারে।
মনে মনে ভাল জানি আপনার বল,
কবিতা রচিতে তবু হতেছি চঞ্চল।
কি আশ্চর্য্য একি বীর্য্য দেখি দুরাশার,
মোহান্ধ করেছে, হায়, মানস আমার।

যদি বল, জেনে কেন হেন কাযে সাজ,
সমাজে দেখাতে মুখ এত যদি লাজ।
সত্য বটে, কিন্তু মনে নাহি তত ভয়,
দেখি বহু বহু বঙ্গভূমির তনয়;
অধুনা এদেশে, কত গ্রন্থকারগণ,
শ্যামমুখ প্রকাশিছে আমার মতন,

ব্যঙ্গ করি কেহ যদি লজ্জাহীন বলে,
না হয় মিশিব আমি তাহাদের দলে।
কিন্তু মাতঃ! আমি সদা ডরি মনে মনে,
ছিদ্রান্বেষী ছদ্মবেশী কটুভাষী জনে।
তিলে তাল করে তারা, হৃদে দেয় ব্যথা,
বিকট কটাক্ষে চাহে, কহে কটু কথা।
অসার গ্রহণে পটু ঘুণকীট প্রায়,
পাকায় না চায়, নাচে যদি কাঁচা পায়।
কেবল ভরসা এক আছে মনে মনে,
কখন না করে ঘৃণা সহৃদয় জনে;
দোষ ত্যজি গুণ ভাগ করয়ে গ্রহণ,
মুকুতা যেমন লয় জবার বরণ।
যা হবার হইয়াছে, সাহসে নির্ভর
করেছি, এখন মাতঃ! করুণা বিতর।

প্রভাত।

অবসাদে অঙ্গ ঢালি রজনী এখন,
দেখ ধীরে ধীরে করে পশ্চিমে গমন।
পূর্ব্বদিকে আলো আর পশ্চিমে আঁধার,
জ্ঞান হয়, যেন যোগ গঙ্গা যমুনার।

নিশা গেল, কুমুদিনী মুদিল নয়ন,
ক্রমে ক্রমে অস্ত যায় যত তারাগণ,
সেই দুখে নিশানাথ যেন শোভাহীন,
দেখিতে দেখিতে দেখ হতেছে মলিন।
 ডাকিছে কুক্কুটকুল, কাকা করে কাক,
আহরিতে মধু, মধুমাছি ছাড়ে চাক।
ফেউ ফেউরবে রবে ফেরুপাল বনে,
তা শুনে শ্বগণ ডাকে মিলিয়া স্বগণে।
কাকভয়ে দিবাভীত পলায়ন করে,
তরুর কোটরে কিম্বা গিরির গহ্বরে।
শাখীর শাখায় বসি যত পাখীগণ,
মধুস্বরে করে রব শ্রুতিরসায়ন।
 ধ্বনিত দামামা প্রাতে ধনেশভবনে,
নিশার হইল শেষ, বলে সব জনে।
শুনিয়া প্রমাদ গণি উঠিতে লাগিল,
প্রবাস-গমনোদ্যত, যত জন ছিল।
দ্বিজাতি কুসুম আশে হইয়া আকুল,
দেবে বলি দেবে বলি তোলে নানা ফুল।
যত পান্থ পান্থশালা ত্যজিয়া তখন,
কল কল রবে সবে করিছে গমন।

নিদ্রাভঙ্গে রাজগণ আর কবিকুল,
অর্থচিন্তা করিতেছে হয়ে অনাকুল।
অবিকল তাল, বেণুবীণায় মিলিত,
ললিত ললিত গান শুনি জাগরিত,
হয়ে যত ধনিগণ সুখালসকায়,
না ছাড়ে ঘুমের ঘোর, পুনঃ নিদ্রা যায়।
জগতের কোন কায নাহি করে যারা,
কেনই না নিদ্রা যাবে হেনকালে তারা।

কুসুমকোরকচয় বিকাশে তখন,
গুণ গুণ রবে তায় ধায় ভৃঙ্গগণ।
ঘাসের উপরি হেরি নিশার তুষার,
মুক্তাজাল বলি ভ্রম হয় সবাকার।
নীহারকণিকাবাহী শীতল পবন,
কুসুমসৌরভ হরি করে সঞ্চরণ।
পরশিলে সে সমীর শরীর জুড়ায়,
নূতন জীবন পায় যত জীব তায়।
লোহিত অরুণ নীল গগনে উঠিল,
জবা যেন যমুনার সলিলে ভাসিল।
দেখিতে দেখিতে ধরা পূর্ণ কলরবে,
নিজ নিজ কাযে যায় ত্বরা করি সবে।

লোভ।

লোভব্যাধ ফাঁদ পাতি, বসে থাকে দিবা রাতি,
গুপ্তভাবে বিষয়কাননে,
নানা বর্ণে সুশোভন, অগণন প্রলোভন,
দেখায়ে ভুলায় মৃগমনে।
কুহকে পড়িলে তার, নিস্তার নাহিক আর,
পলায়নে শকতি না রয়,
বিষম মমতাপাশ, যদি তায় কষে ফাঁস,
সহজেই সর্ব্বনাশ হয়।
তাই বলি ছাড় চিত! লোভ পথ হবে হিত,
ঠেকিবে না কভু কোন দায়,
সতত স্ববশে রবে, অনুপম সুখ হবে,
পাপতাপ লাগিবে না গায়।
অতএব এই বাণী, হিত বলে মনে মানি,
আগে তুমি হও সাবধান,
পড়িলে তাহার জালে, পাইবে বিপত্তি জালে,
যাইবে তোমার যশোমান।
আছে অতি সুশোভন, আর এক রম্য বন,
যাহা হেরে নয়ন জুড়ায়।

তথা হিংস্র জন্তু নাই, অভয় সকল ঠাঁই,
বিচরণ কর সুখে তায়।
তথায় সতের সঙ্গ, পাবে কত হে কুরঙ্গ,
ভবের কুরঙ্গ সেথা নাই,
তথা পাপদাব ভয়, কখন নাহিক রয়,
ইচ্ছা হয় সেই বনে যাই।
তথা বহে শান্তি নদী, ক্ষণ পান কর যদি
তার বারি, ভুলিতে নারিবে,
তথায় অমৃত ফল, খেয়ে হবে সুশীতল,
এ জনম সফল করিবে।
পরমেশ-প্রেমবন, নাম তার অরে মন,
যাইতে তথায় ত্বরা কর,
শোক তাপ সব দুখ দূরে যাবে, পাবে সুখ,
মিছে কেন ঘুরে ঘুরে মর।

দাস।

উন্নত হইব বলে, যে হয় প্রণত;
প্রাণরক্ষা হেতু প্রাণ দিতে যে উদ্যত।
সুখাশয়ে দুঃখ ভোগ করে অনুক্ষণ,
সেবক ব্যতীত হেন মূঢ় কোন জন।

পাব উচ্চ পদ আর রাশি রাশি ধন,
ভাবি স্বাধীনতাধন করে বিসর্জ্জন।
কিন্তু তায় জানে না যে বিড়ম্বনা কত,
কে হেরেছে হেন মূর্খ সেবকের মত।

কত কটুকথা সয় চাটুবাক্য কয়,
যোগায় প্রভুর মন, পদানত রয়।
কি ফল তাহাতে ফলে ভাবেনা কখন,
এ হেন বর্ব্বর কোথা, সেবক যেমন।

মনে মনে জানে পিতা পরম দৈবত,
তাঁরে না সেবিয়া হয় প্রভুসেবারত।
ভাবিলে যাহার কায দেহ যায় জ্বলে,
বরাক দাসের সম কে আছে ভূতলে।

মুখে বলে স্বাধীনতা মহামূল্য ধন,
কাযে ভাবে পরসেবা পরম রতন।
যদি যায় দাস্য, তবে করে হায় হায়,
কে বল অবোধ হেন সেবকের প্রায়।

নরোত্তমে নাহি ভজে, নরাধমে মজে,
মহামূল্য কাল মিছে কাটায় সহজে।
অর্থ লয়ে পরমার্থ বেচে যেই জন,
পামর সেবক সম কে আছে এমন।

তিমিরাচ্ছন্ন নিশীথ।

আহা মরি বিশ্বনাথ! নিশীথ সময়ে,
কি গম্ভীর ভাব তুমি দেখালে আমায়'।
কি অদ্ভুত রস হল উদিত হৃদয়ে,
কি রূপ হইল মন, বলা নাহি যায়।

অনির্ব্বাচ্য বাহ্য শোভা করি নিরীক্ষণ,
প্রেমে পুলকিত তনু হইল আমার।
অপূর্ব্ব সুষমাময় নিখিল ভুবন,
প্রকাশ করিছে হায়! মহিমা তোমার।

তমস্তোমে ঘেরিয়াছে সকল সংসার,
স্থল জল একাকার, বুঝা নাহি যায়।
লেপেছে কে বিশ্ব যেন দিয়া মসিসার,
নানা বর্ণময়ী মহী শ্যামাঙ্গী দেখায়।

কে করিবে বস্তু তত্ত্ব করুক নির্ণয়,
সর্ব্বত্র সমান ভাবে সংশয় বিকাশে,
স্থাণুরে মনুজ বলে মনে জ্ঞান হয়,
পদে পদে পথিকের ভ্রান্তি মনে আসে।

যদ্যপি মাতঙ্গ পড়ে এ তিমিরপঙ্কে,
কদাচ উঠিতে নারে, ঘটে ঘোর দায়,
কার সাধ্য পদব্রজে যায় নিরাতঙ্কে,
আঁলোক অভাবে লোক বাহিরে না যায়

দূর্ব্বাদলে অবিরল খদ্যোতের দলে
সহসা হেরিলে, হেন জ্ঞান হয় মনে,
স্বভাব বণিক্ শ্যাম নিকষ উপলে,
পরীক্ষা করেছে যেন কষিয়া কাঞ্চনে।

জগতের যত জীব হয়েছে নীরব,
ঝিল্লী সব ঝিঁঝিঁরব করিছে কেবল,
যে দিকে তাকাই, দেখি শান্তিময় ভব,
নাহি শুনি শোক ধ্বনি সব সুশীতল।

পাপাত্মার অনুতাপ।

কি হইল, হায় হায়, বৃথা দিন গেল,
দেখিতে দেখিতে দেখ মৃত্যুকাল এল।
পূর্ব্বকৃত কার্য্য যত যত পড়ে মনে,
তত দহে মূঢ়মন গ্লানিহুতাশনে।
নৈরাশ্য বিকট আস্য করিয়া প্রকাশ,
খল খল হাস্য করে দেখে হয় ত্রাস।
কি আশ্চর্য্য! এক কালে যে পাপের কায়,
(নানা সাজে সাজি যাহা মানবে মজায়)
প্রলোভনে হরেছিল লুব্ধ লঘু মন ;
বাঁশীস্বরে ধরে ব্যাধ হরিণ যেমন ;
এবে সেই কান্ত কায় মায়াময় পাপ,
ভীষণ মূরতি ধরি, দেয় মনস্তাপ।
অন্ধতায় বন্ধ্য হল জনম আমার,
হেরি চারি দিকে সদা অকূল পাথার।
হায় বিষবিমিশ্রিত পয়ঃ করি পান,
অবহেলে হারালাম অমূল্য পরাণ।
এলাম এ ভবহাটে হাটক কিনিতে,
কাচ পেয়ে ভুলিলাম নারিনু চিনিতে!

ছিন্ন বাসে তালি দিতে, দুখ কত কব,
খণ্ড খণ্ড করিলাম কাশ্মীর রাঙ্কব !
পরিণাম না ভাবিয়া মরিলাম হায়,
কুরস কলুষরসে মজে প্রাণ যায়।
শৈশবে মানস মম সুবিমল ছিল,
যৌবনে কলুষপঙ্ক পঙ্কিল করিল।
হায় যদি সেই কালে হইত মরণ,
তবে কি যাতনানলে দহিত জীবন।
দশ দিক্ অন্ধকার হেরি শূন্যময়,
এখনো দেখরে পথ বিমূঢ় হৃদয়।
মিছে কেন হায় হায় করে মর আর,
প্রথমে উচিত ছিল বিচার ইহার।
যদি এ যাতনা হতে চাহ পরিত্রাণ,
ডাক সেই বিশ্বনাথে করুণানিধান।
অকপটে চাহ মাপ তাপ শান্তি হবে,
কলুষ বিষের জ্বালা নাহি আর রবে।

প্রভাতের চন্দ্র।

নিশা শেষে নিশাপতি! কোথা যাও দ্রুতগতি,
বিষাদে ছাড়িয়া নিজ দেশ,
নাই তব পূর্ব্বশোভা, সকলের মনোলোভা,
দুঃখ হয় দেখে দীনবেশ।
বিধু হে বিধুর কেন, মলিন হতেছ হেন,
বল বল, কিসের লাগিয়া,
কোথা সেই অভ্যুদয়, ধবল চন্দ্রিকাচয়,
কোথা গেল তোমারে ছাড়িয়া।
উজ্জ্বল মূরতি ধরি, ভূধর মস্তকোপরি,
পাদ ন্যাস এই করে ছিলে,
প্রকাশিলে কত গর্ব্ব, কে তাহা করিল খর্ব্ব,
কার ভয়ে এমন হইলে?
প্রিয়তম জানি মনে, চকোর চকোরীগণে,
বিতরিয়া নিজ সুধাধন!
প্রকাশিছ দীনভাব, নাই আর সে প্রভাব,
তাই হেন মলিনবদন!
কিম্বা যার অংশু ধনে, চুরি করি সংগোপনে,
প্রকাশ করিলে মদ কত,

দেখে তার আগমন, করিতেছ পলায়ন,
তাই বুঝি বিষণ্ণ এমত।
অথবা সে নিশীথিনী, অনাথিনী একাকিনী,
কোন দেশে করিল পয়ান,
সেই লাজ দুখভয়ে, অন্তরে আকুল হয়ে,
হতেছ কি মলিন-বয়ান ?
কেন ভাব নিশানাথ! দেখা হবে তব সাথ,
দ্রুত যাও পশ্চিম প্রদেশে,
পুনঃ প্রিয়া নিশা সঙ্গে, ভ্রমণ করিবে রঙ্গে,
এ সব যাতনা যাবে শেষে।
দেখ দেখ তারাচয়, দেখে তব অসময়,
হল হেন কাতর অন্তরে,
আর তুমি নাহি রবে, ভাবি একে একে সবে,
ডুবিতেছে গগনসাগরে।
দেখ হে মানবগণ! অভ্যুদয় কত ক্ষণ
রহে, যায় জলবিম্ব প্রায়,
ক্ষণে হয়, ক্ষণ রয়, ক্ষণে ক্ষণে পায় লয়,
তবে কেন কর গর্ব্ব তায়।

গর্ব্ব।

যবে চিত্তকরী মদমদে মত্ত হয়,
কে তারে করিতে পারে শান্ত সে সময়;
কোথা থাকে কুলাচার কঠিন শৃঙ্খল,
লজ্জা দৃঢ় রজ্জু তার কি করিবে বল।
কি কায করিবে তার ধীরতা আলানে,
বিনয়অঙ্কুশ বাধা আর কি সে মানে।
অতএব সাবধানে সদা রাখ তায়,
বিষমবিষয়মদে যেন না মাতায়।

মিত্র।

কে বল বিরত করে পাপপথ হতে?
কে তব সুযশ গান করে নানা মতে?
কে তোমায় পুণ্যপথে লয়ে যেতে চায়?
কে বল বিপত্তিকালে ফেলে না পলায়?
কে তব সম্পদে ভাসে সুখের সাগরে?
কেবা হয় তব দুঃখে কাতর অন্তরে?
কে তোমার গুপ্ত কথা করয়ে গোপন?
জান না কি তুমি তাঁরে মিত্র সেই জন।

খল।

ও খল ! কেমন তোমার রীতি,
ভেবে তব ভাব হতেছে ভীতি।
ছলনা চাতুরী কত যে জান,
কত জনে জানে তোমার ভাণ।
বচন তোমার মধুর হয়,
হৃদয় বিষম গরলময়।
মুখে যাহা বল কাযে না ফলে,
সে মরে যে পড়ে তোমার কলে।
কুটিল জটিল কপটমতি !
পর অপকারে তোমার রতি।
শরীর ধবল হৃদয় কাল,
বাসনা কর না কাহার ভাল।
সতত হে তব মুখবিবরে,
রসনা সাপিনী বসতি করে।
কাটে সে একের কোমল কাণে,
অনায়াসে নাশে অপরে প্রাণে।
আছে কি জগতে হেন কুকাজ,
যা করিতে তব উপজে লাজ।

আমার অযশ ঘোষণা করে,
ভাস যদি তুমি সুখসাগরে ;
ইহা হতে সুখ কি আছে আর,
আমা হতে তোষ হলো তোমার।
লোকে করে দুখে ধন উপায়,
পরতোষহেতু বিতরে তায়।

নবীন ও বিপিনের সায়ং-কালীন ভ্রমণ।

কি কর নবীন ভাই! বসিয়া এখন,
চল যাই করিবারে প্রান্তরে ভ্রমণ।
তথায় প্রকৃতি নামে আছে এক নারী,
পাইবে পরম সুখ তাহারে নেহারি।
নিরুপম রূপ তাঁর হেরে যেই জন,
জগদীশ-প্রেমরসে মজে তার মন।
সামান্য কামিনীসমা নয় সে রমণী,
যখন হেরিবে, সুখী হইবে তখনি।
কাঞ্চনভূষণে তার নাহি শোভে কায়,
অলক্তকরাগ নাহি শোভা পায় পায়;

রতনে জড়িত রম্য অম্বর না পরে,
কনক কুসুম কভু অলকে না ধরে।
কাঞ্চীদেশে কাঞ্চনের কাঞ্চী নাই তাঁর ;
শোভে না হৃদয়ে তাঁর মুক্তাময় হার ;
কত যে বয়স তাঁর বলা নাহি যায়,
বালক তরুণ বৃদ্ধ সকলে ভুলায় ;
অন্য নারী হেরি রসে কুরসে মানস,
এঁরে হেরে সমুদিত হয় শান্তরস।

ইহা শুনে দুই জনে মিলিয়া তখন,
সকৌতুকে চলে সুখে করিতে ভ্রমণ ;
ক্রমে নগরের সীমা করি অতিক্রম,
প্রবেশ করিল মাঠে অতিমনোরম।
বিশুদ্ধ-মলয়ানিল-প্রবাহ বহিছে,
পক্ষিকুল কলরবে কূজন করিছে।
স্থানে স্থানে গুল্ম আর বৃতির উপরে,
বিকসিত সিত ফুল কত শোভা ধরে।
তরুণ শস্যের কিবা হরিত বরণ,
সুচিক্কণ সুশোভন প্রিয়দরশন।
এরূপ সুরম্য দেশে বসি দুই জন,
অবাক্ হইল হেরি সে শোভা তখন।

নয়নরঞ্জন, অতি সুশোভন সাজে,
সাজিয়া প্রকৃতি দেবী তথায় বিরাজে।
রাঙ্গারবি হেম ফুল জলদ কুন্তলে,
কে হেরেছে হেন শোভা এমহীমণ্ডলে।
কপালবিস্তার তাঁর প্রশস্তগগন,
লোহিত জলদ তাহে সিন্দূর ভূষণ।
গিরিপয়োধরোপরি গিরিনদী যত
মুক্তাহারাবলীরূপে বিরাজে নিয়ত।
সমস্তদিগন্ত তাঁর হরিত অম্বর,
নীরধি রসনা হয় অতি শোভাকর;
অশোক বান্ধুলি ফুল আর কোকনদে
অলক্তক রূপে শোভে মনোহর পদে।
কোকিল কাকলী তাঁর সুমধুর ভাষ,
সুরভি শীতল বায়ু সুগন্ধি নিশ্বাস।
এমন সুষমাময়ী রমণী যে জন
না হেরেছে, বৃথা তার নয়ন ধারণ।
দেখিয়া দোঁহার মন মোহিত হইল,
পরাৎপর পরমেশে ভক্তি উপজিল।
বিপিন বলিছে ভাই! সুধাই তোমায়,
কে সৃজিল এ সকল, তিনি বা কোথায়।

কি রূপ তাঁহার রূপ, কোথা তাঁর ধাম,
কত বা শকতি তাঁর কিবা তাঁর নাম;
কোথা গেলে নিরখিব সেই শিল্পিবরে,
বল হে বিলম্ব আর সহে না অন্তরে।
নবীন বলিছে ভাই! শুনহ বচন,
কোথায় করিবে বল তাঁর অন্বেষণ।
সর্ব্বদেশে তিনি সদা বিদ্যমান হন,
জ্ঞাননেত্রে দেখ হৃদে পাবে দরশন।
চিদানন্দময় রূপ অসীম শকতি,
দয়াময় নাম তাঁর ব্রহ্মাণ্ড বসতি।
এই যে সম্মুখে শোভে অপার সংসার,
নিশ্চয় জানিবে ভাই রচনা তাঁহার।
সর্ব্বভূতময় সেই দয়ার সাগরে
স্মরিলে কলুষভয় না রয় অন্তরে।
তাই বলি! ভক্তিভাবে ভাব তাঁরে মনে,
ভ্রমণ করিবে যদি আনন্দকাননে।

ধনমদান্ধের প্রতি উপদেশ।

আর কত দিন ভাই! থাকিবে বিদেশে।
সময় হইল শেষ, যেতে হবে নিজদেশ,
মাতিয়া বিষয়মদে, মজিবে কি শেষে।
ভাগ্যগুণে যদি তুমি, পেয়েছ সম্পদ,
দেশহিতে বিতরণ কর, সুখী হবে মন,
নতুবা সে পাপধন ঘটাবে বিপদ।
কদিন করিবে ভোগ ভাব দেখি মনে।
নিজ দেশে যাবে যবে, এসব কি সঙ্গে রবে?
তবে বৃথা গর্ব্ব কেন কর বৃথা ধনে।
দেখিতে দেখিতে দেখ গত হল কাল,
কেন মিছে ধন মদে, পাপ কর পদে পদে,
এ সুখ সম্পদ শেষে ঘটাবে জঞ্জাল।
এ দেশ বিদেশ চিরবসতি এ নয়।
তবে হেথা মনোহর, রম্য হর্ম্ম্য কেন কর?
কখন তোমার সঙ্গে যাবে না নিশ্চয়।
এ কেলিমণ্ডপ কেন তোমার এ দেশে,
সরোবরে সুশোভিত, পুষ্পবনে আমোদিত;
কুক্কুরপুরীষে পূর্ণ হবে উহা শেষে।

কাঞ্চনে কাচের মূল্যে করিলে বিক্রয়,
কিসে তুমি লাভ পাবে, কিসেই বা দুঃখ যাবে,
বিষম বিপদে শেষে পড়িবে নিশ্চয়।
এসেছ এদেশে জ্ঞান ব্যাপারীর বেশে,
কেনা বেচা না করিলে, মূলধন হারাইলে,
কেমনে নিকাশ দিবে শেষে গিয়া দেশে।
কার লাগি বৃথা ধনে এত রে আদর।
বল কে তনয় তব, কোথা বা রবে বিভব।
আমার আমার করে মিছে কেন মর।
স্বজন বান্ধব যত হেথা তব আছে,
কেহ নাহি সঙ্গে যাবে, কাহাকেও নাহি পাবে,
যাবার সময়ে তারা ঘেঁসিবে না কাছে।
অতএব যেতে হবে একাকী তোমায়,
কর তার আয়োজন, সঞ্চয় পাথেয় ধন,
নতুবা দুর্গম পথে ঠেকিবে হে দায়।

সংস্কৃত ভাষা।

হে মাতঃ সংস্কৃত ভাষা মধুর ভাষিণি!
কোথায় জনম তব, কেবা প্রসবিনী?
ভুবন মোহিনীকন্যা এ ভুবনে আর
আছে কি তোমার মত তোমার মাতার?
তব সুললিত কথা অমিয় সমান,
অপার আনন্দ তার, যেই করে পান।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী সর্ব্ব গুণ বিভূষিতা
সর্ব্ব মনোহরা তুমি সর্ব্ব সুপূজিতা
এই গুণে সর্ব্ব জনে সর্ব্বত্র তোমায়
সর্ব্বোপরি সিংহাসনে সর্ব্বদা বসায়।
শোক-তাপ-জরা-জীর্ণ কাতর হৃদয়
তব কথামৃত পানে সঞ্জীবন হয়।
কি আশ্চর্য্য, কেহ কেহ তথাচ তোমায়
মৃত ভাষা বলে, শুনে অঙ্গ জ্বলে যায়।
পূর্ব্বকালে তব পদ পূজে ছিল যারা,
আর্য্য জাতি বলে লোকে চিরপূজ্য তারা।
চিরকাল কেহ যদি সেবয়ে তোমারে,
তবু যেতে নারে তব শব্দসিন্ধু পারে।

মনোহর অলঙ্কার যেমন তোমার,
জ্ঞান হয়, নাহি আর তেমন কাহার।
কখন না পাই হেন দেখিতে বিষয়,
তোমার কথায় যাহা প্রকাশ না হয়।
অসামান্য রূপ তব করি দরশন,
দেববাণী বলে লোকে করে সম্বোধন।
তোমার প্রাচীন নব (১) সেবকে সেবিয়া,
বিক্রমাদিত্যের যশ জগৎ জুড়িয়া।
পূর্ব্বে অতি দুরাচার যবনের ভয়ে,
কেহ না সেবিত পদ অভয় হৃদয়ে।
জাতি কুল মান লয়ে ব্যস্ত সবে ছিল,
তাই তব পূজা দেশে বিরল হইল।
মন্দ ভাগ্য ভারতের কিছু পুণ্যবল
ছিল বুঝি, তাই হল যবন দুর্ব্বল।
অধুনা গুণজ্ঞ সভ্য ভূপের শাসনে,
সেবিছে তোমারে মাতঃ নিজ শিষ্যগণে।

---

(১) এস্থলে নব শব্দ নূতনার্থক হইলে প্রাচীন-শব্দার্থের সহিত বিরোধ হয়, কিন্তু উহা নূতনার্থক নহে, নব শব্দের প্রতিপাদ্য কালিদাসাদি নয় জন, সুতরাং বিরোধের পরিহার হওয়াতে বিরোধাভাস অলঙ্কার হইল।

কিন্তু মাতঃ! হইতেছে সংশয় আমার,
ভারতে যথার্থ পূজা হইবে কি আর?
তোমার মধুর ভাব বুঝিয়াছে যারা,
এখন সেবিছে সুখে তব পদ তারা।

অবয়বে সংবাদিনী, সুদূর বাসিনী,
প্রাচীনা, সুন্দরাকৃতি, মধুর ভাষিণী।
আছে এক নারী, (২) নব-সুতা (৩) প্রসবিনী,
কেহ কেহ কহে তাঁরে তোমার ভগিনী।
নানা দেশবাসী শত শত শিষ্যগণ,
সদা সেবা করে তাঁর তোমার মতন।
তোমাদের জননী কে জানা নাহি যায়,
অন্বেষি-নয়ন তাঁরে খুঁজিয়া না পায়।
সকল বিষয়ে কিন্তু সম ভাগ্যবতী,
তোমার সমান কেহ নাহি গুণবতী।
তোমার তুলনা তুমি, নাই উপমান,
কাহারে ও নাহি হেরি তোমার সমান।

---

(২) এখানে এক নারীশব্দ ল্যাটীন ভাষাকে বুঝাইতেছে।

(৩) নবসুতা শব্দার্থ ইংরাজী ভাষা।

নয়নে দেখেছি এক কুরূপা কামিনী,—
অতিমন্দ দশা তার, বঙ্গনিবাসিনী।
রূপ গুণ কিছু তার ছিলনা কখন,
পেতেছে কৃপায় তব চারুতা এখন ;
বয়সে সুষমা ধরে শিখিনী যেমন,
দিন দিন সেই রূপ হতেছে শোভন।
ভারতের গৌরবের তুমি মা নিদান,
পুরাতন সভ্যভাব তোমারি সন্তান।
তব গুণে পুণ্যভূমি এ ভারতভূমি,
পবিত্র সুখের হও পুণ্য উৎস তুমি।
তুমি বসন্তের ফুল শরদের জল,
তুমিই বিতর দেবি আনন্দ বিমল।
তুমি ভারতের ধন, অমূল্য রতন,
তুমিই মা মর্ত্ত্য লোকে সজ্জনজীবন।
ভারতনিবাসী যত তোমার তনয়,
তব কথামৃতপানে যেন রত রয়।

মৃগেরস্বাধীনতা।

কও হে কুরঙ্গ! কৃপা করিয়া আমায়,
কত পুণ্য করেছিলে সুধাই তোমায়।
ক্ষুধাপেলে নব নব তৃণাঙ্কুর খাও,
নিদ্রা এলে তরু মূলে সুখে নিদ্রা যাও।
বিষাক্ত-বিশিখ-সম-গর্ব্বিত-বচনে
পরিপূর্ণ ধনিমুখ না দেখ নয়নে;
অন্নাভাবে দীনভাবে ধনিদের দ্বারে,
না হয় আমার মত যাইতে তোমারে;
আশা ভঙ্গে মনে যত হয় দুঃখোদয়,
সে সব তোমারে কভু সহিতে না হয়।
ধন আশে ধনিজনে সেবিবারে যত
দুঃখ হয়, তাহা আমি কহিব হে কত।
নরাধমে প্রভু বলি সম্বোধিতে হয়,
রসনা, তুষিতে তারে কত মৃষা কয়।
শ্রবণ কাতর হয়, শুনি তার ভাষ
কর্কশ বিরস যেন বিষের আবাস।
মন নহে অভিলাষী যার সহবাসে,
তথাপি থাকিতে হয় তাহার আবাসে।

তার তুল্য দুঃখী নাই, শুন হে কুরঙ্গ;
যে জন নিয়ত করে অপ্রিয়ের সঙ্গ।
এ সব দুঃসহ দুখ ওহে মৃগবর,
কখন না হয় তব স্বপন গোচর।
আহা মরি কি তোমার তপস্যার ফল,
যে ফলে ফলেছে এই স্বাধীনতা ফল।

প্রাসাদ ও কুটীর।

ওরে নীচাশয়, তৃণ-পর্ণ-ময়,
কুটীর! তোমারে কই,
আমার বচন, শুন দিয়া মন,
হিতকারী তব হই।
আমারে শরণ, কররে এখন,
ঘুচে যাবে তব দুখ,
মম উপাসনা, বিনা এ যাতনা,
যাবে না, হবে না সুখ।
প্রবল অনিল, করকা সলিল,
হলে, ঘটে ঘোর দায়,
তৃণ পর্ণ যত, উড়ে অবিরত,
জলে গলে তব কায়।

তোমার ভিতরে, চীর-বাস পরে,
নীচ নরে করে বাস,
মর সদা দুখে, দেখে পরসুখে,
সহ কত উপহাস।
মম যে বিভব, তোমারে কি কব,
স্বপনের অগোচর,
যত ভাগ্য ধরে, মোরে সেবা করে,
আমি সর্ব্ব সুখাকর।
কুটীর! নিয়ত, হয়ে অনুগত,
থাক মম পদানত,
তাহাতে তোমার, যাবে দুখ ভার,
হবে সুখ নানামত।
কহিছে কুটীর, নত করি শির,
শুনি প্রাসাদের বাণী,
সত্য বটে তব, অনেক বিভব
আছে, তাহা আমি জানি।
কিন্তু হর্ম্ম্যবর, বিস্তর অন্তর,
তোমায় আমায় আছে,
আমার সুষমা, অতি অনুপমা,
ও শোভা কি তার কাছে।

তোমার ভিতরে, সদা বাস করে,
কলুষ পিশাচ যত,
তাহাদের কাজ, হেরে হয় লাজ,
হয়ে থাকি জ্ঞান হত।
তাড়না গঞ্জনা, চাতুরী বঞ্চনা,
কত যে দেখহ তুমি,
সত্য দয়া ধর্ম্ম, আর হিত কর্ম্ম,
পরশে না তব ভূমি।
সদা কদাচারী, গুপ্ত বেশধারী,
নরে তব সেবা করে,
কিন্তু শান্ত মন, যত সুধী জন,
তোমারে না সমাদরে।
পুণ্যপথগামী, যদি তব স্বামী,
কভু কোন জন হয়,
নাহি ভাল বাসে, প্রাসাদ নিবাসে,
শেষে আসে মমাশ্রয়।
একি হে প্রাসাদ! তোমার প্রমাদ,
বিশদ করিয়া বল,
কেন অহঙ্কার, কর বার বার,
কি আছে তাহাতে ফল।

উচ্চশির ধর, যেন শৃঙ্গধর,
সুধা-সিত তব কায়—
দগ্ধমৃত্তিকার গঠন যাহার,
নানা সাজে শোভা পায়।
এইত তোমার, গর্ব্ব—মূলাধার,
ইহাতেই এত জাঁক,
সমদ বচন, করিলে শ্রবণ,
কারু নাহি সরে বাক্।
কোথা রবে তব, এ বৃথা বিভব,
কালে সব লয় হবে,
আর কত দিন দেখে মোরে দীন,
সগর্ব্ব বচন কবে।
তোমার আমার, হবে একাকার,
কোন ভেদ নাহি রবে,
কোথা রবে তুমি, হবে বনভূমি,
কেন বৃথা মদ তবে।

নিত্যকাল।

ওহে মহাকাল! দেখি কি ভাব তোমার,
ভাবি ভ্রমচক্রে মন ঘুরিছে আমার।
কত যে দেখাও খেলা অখিল ভুবনে,
সসীম মানবমতি বুঝিবে কেমনে।
যদি যাই তব মূলে চিন্তাতন্তু ধরি,
পথ হারা হয়ে পথে ঘুরে ঘুরে মরি।
কিম্বা যদি যেতে চাই তব অন্ত দেশে,
না পেয়ে তোমার শেষ, ফিরে আসি শেষে।
অতএব আদি অন্ত বিহীন এ কায়
পাইলে কোথায় কাল বল হে আমায়।
হেরিয়া তোমার লীলা হইল নিশ্চয়,
সকলি করিতে পার তুমি হে সময়।
করেছ সাগর খাতে গহন কানন,
তুলেছ নদীর মাঝে ত্রিতল ভবন।
যে পথে চালাও তুমি শকট সকল,
সেই পথে আন পরে নাবিকের দল।
সিংহকুল সমাকুল কানন ভিতর,
করেছ মানব পূর্ণ বিস্তর নগর।

বিলাসির নিকেতনে শিবার আলয়
কে আর করিতে পারে বল হে সময়।
তোমার সংহারমুর্ত্তি ভাবিলে, অন্তর
ভয়ে ভীত হয়ে সদা কাঁপে থর থর।
অসীম বিক্রম তুমি অজেয় জগতে,
নিদয় হইলে রক্ষা নাহি কোন মতে।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপ আর ধনঞ্জয়,
ভীম পরাক্রম ভীম আদি বীরচয়,
পরাক্রান্ত মহাবীর আলেগ্‌জাণ্ডর,
বীর্য্যবান্‌ বনাপার্ট সম্রাট্‌ আক্‌বর,
আর কত শত বীর কে করে গণন,
সকলে তোমার করে পেয়েছে নিধন।
কেবল রহিবে তুমি কিছু নাহি রবে,
জানি সব তব মুখে কবলিত হবে।
রাজা প্রজা দীন হীন কিবা ধনবান্‌,
পড়িলে তোমার কোপে সবাই সমান।
না কর গৌরব তুমি পুণ্যশাল নরে,
পাপীর পরশে ঘৃণা না কর অন্তরে।—
কিন্তু যে মানব সদা পুণ্য পথে চরে,
সে তোমার মূর্ত্তি দেখে কভু নাহি ডরে,

আহা মরি! কিসুন্দর হস্তিনা নগর,
কত যত্নে করেছিল কত নৃপবর।
ভারতের নানা রত্ন করি আহরণ,
সাধে দিয়াছিল তায় বিবিধ ভূষণ।
কি কহিব তার শোভা বলা নাহি যায়,
যাহা বল তাই হয় সম্ভব তাহায়।
কেমনে নিদয়! তাহা করিলে সংহার,
হায় রে সময় তব গতি বুঝা ভার।

খলতার কথা তব কি কব সময়!
স্মরিলে অতুল খেদে বিদরে হৃদয়।
জননী-জীবন-ধন সন্তান-রতন,
যার সম নাহি আর স্নেহের ভাজন,
করিলে যাহারে কোলে হৃদয় জুড়ায়,
অমৃত বিস্বাদ, যার মধুর কথায়,
নয়নের রসাঞ্জন চন্দ্রানন যার,
হেরিলে উথলে সুখ-সাগর অপার।
যদি শিশু মা মা বলে সম্বোধন করে,
ধরা ধামে বসি মাতা চাঁদ পান করে,
অরে রে কঠিন কাল! পাষাণহৃদয়!
চুরি কর সে রতন হইয়া নিদয়।

পতিপ্রাণা রমণীর হৃদয়ের ধন,
কেমনে অকৃপ কাল! কররে হরণ!
হারাইলে চক্রবাকে চক্রবাকী প্রায়,
পতিহীনা সতী কাঁন্দে পড়িয়া ধরায়।
কোন প্রাণে ওহে কাল। দেখ তা নয়নে,
কেমন তোমার ভাব বুঝে কোন জনে।

ঈশ্বরপরায়ণের ব্যাকুলতা।

কোথা প্রিয়তম! তুমি জীবনের ধন হে,
না হেরে তোমারে বুঝি, যায় এ জীবন হে।
অকূল পাথারে পড়ে হতেছি আকুল হে,
ব্যাকুল-বচনে ডাকি হও অনুকূল হে।
অন্ধকারে মরি আমি অন্ধের মতন হে,
তমো রাশি নাশ নাথ! দিয়া দরশন হে।
তোমার বিরহানলে জ্বলিছে জীবন হে,
নিভাও বরষি নাথ! করুণা-জীবন হে।
অন্তরে না সহে আর বিরহ তোমার হে,
পলকে প্রলয় জ্ঞান হতেছে আমার হে।
নাহি চাই ধন রত্ন হীরক কাঞ্চন হে,
নাহি চাই হয় হস্তী শোভন ভবন হে।

নাহি চাই উচ্চপদ তুচ্ছ ভাবি তায় হে,
অন্য কোন প্রিয়ধনে মন নাহি যায় হে।
কেবল তোমার কাছে এই ভিক্ষা চাই হে,
অন্তরে তোমারে যেন দেখিবারে পাই হে।
অন্তরের ধন তুমি জান ত অন্তর হে,
দেখা দিয়া দুখ হর হয়েছি কাতর হে।
না পেয়ে তোমারে নাথ। আর কত দিন হে
দুঃসহ বিরহ দুখ সহিবে এ দীন হে।

হিতোপদেশ।

সজ্জনের সহবাসে কর অভিলাষ,
গুণিগণে অনুরাগ অনিশ প্রকাশ,
পূজ্যপাদ গুরু জনে করিবে বিনয়,
পাইবে নিয়ত নিজ অপবাদে ভয়।
বিদ্যায় ব্যসন কর খলসঙ্গ ত্যজ,
পরিহর পাপপথ, সদা ক্ষমা ভজ,
যত পার কর শক্তি ইন্দ্রিয়দমনে,
সর্ব্বকাজে জগদীশে রাখিবে স্মরণে।
নিত্য সত্যে রত রও, তৃষা কৃশাকর,
সাধুজন-সরণিতে নিয়ত বিহর।

মান্য কর মান্য জনে, নিজ গুণ ঢাক,
কীর্ত্তি রক্ষা করিবারে সদা রত থাক;
যদি হয় অরি, তবু করিবে বিনয়,
দীন হীন জনে তুমি হবে দয়াময়।
সুধী জনে সেবা কর, ত্যজ নিজ মদ,
ঘুচাতে যতন কর লোকের আপদ।
অসতের সহবাস করোনা কখন,
দিবানিশি পুণ্যপথে কর বিচরণ,
সহোদরস্নেহ কর দেশবাসিজনে,
দেববোধে ভক্তি কর পিতার চরণে।
কুবচন কভু তুমি মুখে না আনিবে,
প্রত্যক্ষ দেবতা বলে মাতারে মানিবে,
ভাই ভগ্নী আদি যত পরিজন জনে
সতত তুষিবে তুমি স্নিগ্ধ আচরণে।
প্রাণান্তেও পরনিন্দা করো না কখন,
কার্য্যকালে পরিণাম করিবে চিন্তন,
প্রতিনিশ যাবে যবে আপন শয়নে,
করিনু কি কাজ আজি, বিচারিবে মনে।
যদি লোকপ্রিয় হবে প্রিয়শিশুগণ!
তবে এই উপদেশে রেখ নিজ মন।

বৃক্ষ।

বল বল ওহে তরু সুধাই তোমায়,
কি সাধে বসতি কর পাপ জনপদে?
কেন বা যাতনা এত সহ পদে পদে?
কেন এত অনুরাগ তোমার হেথায়?

লোকালয়ে থাকি সদা কর উপকার,
সে গুণ মানিয়া মনে তোমায় কে মানে?
জাননা কি নরে নাহি কৃতজ্ঞতা জানে?
তথাচ সতত তোষ মন সবাকার।

নয়নের সুখ দাও হরিতবরণে,
কুসুম সৌরভে তুমি তোষ নাসিকায়,
সুমধুর ফলে দাও তৃপ্তি রসনায়,
শরীর শীতল কর পল্লবপবনে।

শ্রবণের সুখদানে তব শক্তি নাই,
তাই বুঝি ডাকি আন বিহঙ্গমগণে,
বসায়ে সেসবে নিজ পল্লব আসনে,
করাও সুরব,—যাহে শ্রবণ জুড়াই।

যখন পথিকগণ ভানুর কিরণে
ক্লান্তকায় হয়ে লয় তোমার আশ্রয়,
কতমতে তার সেবা করি সে সময়,
অতিথিসেবায় শিক্ষা দাও এ ভুবনে।

বসায়ে তাহারে তুমি শীতল ছায়ায়,
পল্লববীজনে কর শ্রম নিবারণ,
ফল উপহার দাও করিতে ভোজন,
নানা মতে তোষ তারে বিবিধ সেবায়।

কত কব, তরুবর! গুণস্তব তব,
যখন মানব হয় পীড়ায় আকুল,
দিয়া তায় নিজ অঙ্গ-ত্বক্‌পত্র মূল,
তখনি আরাম কর তার রোগ সব।

কাঠুরিয়া কাটে-যবে তরু! তব মূল,
ক্ষীরপাতছলে বৃথা করহ রোদন,
তথাচ আপন ভাব ছাড় না তখন,
ছায়াদান কর তারে হয়ে অনুকূল।

অরে অকৃতজ্ঞ নর পাষাণহৃদয়!
এ হেন তরুর মুল কাট অনায়াসে,
উপকার একবার মনে নাহি আসে,
বুঝেছি মানব সম নাহিক নির্দয়।

নির্ব্বেদ।

একাকী এসেছ মন! একাকী যাইবে,
প্রেমাস্পদ পরিজন পড়িয়া রহিবে,
জান যদি মায়াময় মিছে এ সংসার
তবে কেন কর বৃথা আমার আমার।

কোথা রবে ধন ধান্য, রজত কাঞ্চন,
কোথা রবে হয় হস্তী শোভন ভবন,
কোথা রবে প্রিয়পত্নী প্রণয়ভাজন,
কোথা বা রহিবে সুত যতনের ধন,
কোথা রবে পরিচ্ছদ বিচ্ছেদে তোমার,
তবে কেন কর বৃথা আমার আমার।

সর্ব্বোপরি প্রিয় তব দেহ অসংশয়,
"কুশাঙ্করাঘাত যাহে কখন না সয়"

পলালে পরাণপাখী, পিঞ্জরের প্রায়,
পড়ে রবে পথে, ফিরে কে দেখিবে তায় ;
সেই ক্ষণে বন্ধুজনে করি হায় হায়
এত যতনের ধন দহিবে চিতায়,
সে দিনের কত দিন বাঁকি আছে আর,
তবে কেন কর বৃথা আমার আমার।

যেমন পথিকগণ পথিকনিবাসে
যামিনী যাপন করে হাস্যপরিহাসে,
উষাকালে যায় চলে যথা ইচ্ছা যার,
তাহাদের সনে দেখা নাহি হয় আর
তেমন জানিবে সব স্বজন তোমার,
তবে বৃথা কেন কর আমার আমার।

ছিল না আলাপ আগে স্বজনের সহ,
অবশ্য হইবে ভবে উভয় বিরহ,
তবে ক্ষণপরিচয়ে কেন মুগ্ধ রও,
অরে মন! সর্ব্বজনে সমদৃষ্টি হও;
জান যদি মনে মনে সংসার অসার
তবে কেন কর বৃথা আমার আমার।

পাপই তাপহেতু।

লাগিল কলুষানল, কি হবে এখন,
ক্রমে দাহ করিতেছে এ কায়কানন।
রিপুগণ বায়ুরূপ করিয়া ধারণ,
নিরন্তর করিতেছে তাহা উদ্দীপন।
দারাসুতস্নেহ পুন যোগদিয়া তায়,
তুলিছে প্রবল করি বল কে নিভায়।
দেখিতে দেখিতে বন হবে ছারখার,
বল, ওরে মনমৃগ! কিসে পাবে পার।
যদিও ইন্দ্রিয়পথে পলাবে নিশ্চয়,
দগ্ধ হয়ে পলায়ন উচিত না হয়।
পাপ তাপে তপ্ত হয়ে গেলে নিজ দেশে,
চিরদিন দুঃখ পাবে রবে দীন বেশে।
অতএব মন! শুন আমার বচন,
কোথা আছে শান্তিবারি কর অন্বেষণ।
গেল কাল, কর ত্বরা আয়োজন তবে,
সে সলিল বিনা কভু নির্ব্বাণ না হবে।

কবিতা।

ওহে নিষাদ ! কি ক্ষণে তুমি বকের মিথুনে,
বাণ হেনেছিলে, যুজি নিজ ধনুকের গুণে,
তাই রত্নাকর হতে পাই কবিতারতন,
যাহা রত্নাকরে নাহি মিলে করিলে সেচন।—
ওহে রত্নাকর ! কিবা সৃষ্টি করেছ সংসারে,
যত বিধাতার সৃষ্ট রত্ন তার কাছে হারে।
কিবা কবিতা-কুসুম-বন করেছ সৃজন,
ধরে তার কাছে কত শোভা নন্দনকানন।
এই সুরম্য কাননে যত মানবভ্রমরে
যবে মনের আনন্দে মধুরস পান করে,
থাকে ভোর হয়ে ভাবে, তারা ভুলিয়া ভুবন,
আহা সেই সুখ সেই জানে, জেনেছে যে জন।-
শুনি, কবিতা ! সে মুনিমুখে জনম তোমার,
তাই বিমল আনন্দ দানে কর উপকার।
আহা কি সুন্দর ভাব-তব কবিতা সুন্দরি !
মরি, কিবা সুখ হয় শ্রুতিপুটে পান করি।
জানি, তোমার সে সুধারসে রসে যার মন,
ভাসে আনন্দ সাগরনীরে সদা সেই জন।

নাহি তোমা বিনা হেন ধন ভুবন ভিতরে,
যাহা সহৃদয় জনগণে সুশীতল করে।
আছে কে এমন জন, ভালবাসে না তোমায়?
যদি থাকে, তবে বলি তাকে পাষাণের প্রায়।
তুমি রসিকের হৃদয়ের পরম রতন,
তাই তোমায় পাইলে হয় পুলকিতমন।
নাহি অরসিক জন জানে তোমার আদর,
কভু মুকুতামণির মান বুঝে কি বানর?
তুমি যে কথা শুনাও সব সুধার সমান,
লোকে শুনি তাহা, হয় সুধারসে ভাসমান।
যবে রামের প্রণয়-কথা সীতার সহিত
শুনি তব মুখে, মন হয় আনন্দে মোহিত।
যবে শুনি সাবধানে তব করুণ বচন,
ঝরে ঝর ঝরে নীর মম নয়নে তখন,
কিন্তু অন্তরে পরমানন্দ-সন্দোহ না ধরে,
তব চিদানন্দময় রসে বাহ্যবোধ হরে।
যবে শুনাও আমারে, তুমি ভয়ঙ্কর রণে,
কত ভীমপরাক্রম বীর বীরবেশে রণে (১)।

---

(১) রণে যুদ্ধ করে।

তারা মার মার রবে মারে পরস্পরে অসি,
পড়ে কারু কক্ষ, কারু বক্ষ কারু মুণ্ড খসি।
বহে রক্তধারে নদী, শিবা ঘোর রবে (২) রবে,
উড়ে গগনে গৃধিনী সব আস্বাদিতে শবে।
শুনি ভয়ে ভীত হয়ে কাঁপে শরীর আমার,
কিন্তু অন্তরে সঞ্চরে কিবা আনন্দ অপার।
জান এমন বচন, যাহা করিলে শ্রবণ,
মনে আসে কত ভাব, আহা, জুড়ায় জীবন।
অহো! কি অদ্ভুত ভাব তব বলা নাহি যায়,
যাহা ভাবিলে বিস্ময়রসে মানসে ভাসায়।
নাহি হেরি হেন দানবীর করি অন্বেষণ,
কাটে স্বকরে সুতের শির, হাঁসি যেই জন,
দিয়া যাচকে খাইতে তাহা সহাস্যবদনে,
হয় দাতা কর্ণ নাম তার বিখ্যাত ভুবনে।
হল, বিরাটতনয় রথী, সারথি অর্জ্জুন,
যার সম বীর নাহি হেরি সমরে নিপুণ,
এল অসংখ্য কৌরবসেনা সম্মুখসমরে,
হেরি উত্তরের মুখে আর উত্তর না সরে।

---

(২) রবে রব করে।

কাঁপে থর থর অঙ্গ, ভয়ে বসিতে না পারে,
থাকে নয়ন মুদিত করি, চাহিবারে নারে,
বলে বাবারে মরিরে রথি ! মোরে রক্ষাকর,
ওগো কে যাইবে এ সমরে কাঁপিছে অন্তর,
নাহি প্রয়োজন আর মম গোধনরক্ষণে,
আর নাহি পারি মহাশয় ! বসিতে আসনে।
তব পায়ে ধরি দয়া করি মোরে ছাড়ি দেহ,
ওগো এ বিপত্তিকালে মম নাহি আর কেহ।
পরে রথিরে অস্থির হেরি সূত মহাশয়,
বলে কভু নাহি হেরি হেন ক্ষত্রিয়তনয়,
রাখে দুই পদমাঝে তারে চাপিয়া তখন,
কাঁপে বলির পশুর প্রায় ধরিয়া চরণ,
শুনি উত্তরের বিবরণ তোমার বদনে,
মুখে হাঁসি আসে, হই কত আনন্দিত মনে।
যবে আমারে লইয়া যাও শবের নিবাসে,
হেরি গলিত পাটিত শব মনে ঘৃণা আসে !
তার পূতিগন্ধে গায় গন্ধ হয় সবাকার,
থাকি নাসায় বসন দিয়া তবু থাকা ভার।
তথা শৃগাল কুক্কুর আর গৃধিনী শকুনি,
সবে শব ধরে টানে কত করয়ে মাতুনি।

শিবা পাকসাট মারি করে কুক্কুরে প্রহার,
আসে ঘুরে ঘুরে শবলোভে তাহারা আবার।
সব শকুনি শবের অন্ত্র টানাটানি করে,
করে ক্রিমিকুল কিলবিল শবের ভিতরে।
যদি অকস্মাৎ কেহ তথা উপনীত হয়,
হয় তখনি তাহার বমি নাহিক সংশয়।
কিন্তু শুনিলে তোমার মুখে বর্ণন তাহার,
আহা! কত সুখোদয় হয় অন্তরে সবার।

অতিপ্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডসম ভীম ভীম বীর
ক্রোধে ওষ্ঠাধর কাঁপে আর সমস্ত শরীর,
যেন দুই চক্ষু জবাবর্ণ ঘূর্ণিত নিয়ত,
কোপে বিপক্ষের প্রতি কহে কটুকথা কত।

যবে ঘোরতর ধ্বান্তময় নিশীথ সময়ে
ভ্রমে বনমাঝে দময়ন্তী পতিহারা হয়ে;
যত হিংস্রকুলে সমাকুল দেখিয়া কানন,
ভয়ে মলিন হইল তাঁর কমল বদন।

কবে অসার সংসারে আর বাসনা না রবে,
কবে সকল ভূতের প্রতি সমদৃষ্টি হবে,
কবে মোহনিদ্রা যাবে আমি হব সচেতন,
কবে পুণ্যবনে মহানন্দে করিব ভ্রমণ;

কবে গগন-বিতানতলে পাষাণশয়নে,
সুখে শয়ন করিব আমি পবিত্র কাননে ;
কবে স্বকরে করিব পান নির্ঝরের জল,
কবে ক্ষুধাশান্তি হবে মম খেয়ে বনফল ;
কবে বৃক্ষছাল পরি, তাঁরে করিব চিন্তন,
যিনি অখিল বিশ্বের পতি পতিতপাবন।
যবে কবিতা! একথা শুনি তোমার বদনে,
বহে আনন্দসলিলধারা আমার নয়নে।
দুই শব্দ আর অর্থ হয় আকৃতি তোমার,
তাহে শোভে বিচিত্রতারূপ নানা অলঙ্কার।
অয়ি গুণবতি! (১) হয়ে তুমি সজীবন রসে, (২)
সুখে সতত বসতি কর রসিকমানসে।

---

(১) গুণবতি! হে প্রসাদাদিগুণসম্পন্নে।

(২) রসে রসদ্বারা। রস শব্দার্থ, শৃঙ্গারাদি নব রস। যথা; শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, রৌদ্র, বীভৎস ও শান্ত। রস, কাব্যের আত্মাস্বরূপ।

অস্তোন্মুখ সূর্য্য।

হে তপন! কোথা বল সে তেজ তোমার?
প্রকাশিত কর যাহে অখিল সংসার।
সে তাপ নাহিক তব সে উদয় নাই,
ক্ষণে ক্ষণে তেজঃ ক্ষয় দেখিবারে পাই।
কেন হলে ওহে ভানু! শান্ত-দরশন?
কেন হে কিরণজাল জড়ালে এখন?
কেন অধোভাগে ক্রমে করিছ গমন?
কেন বা হইলে তুমি লোহিতবরণ?
রঞ্জিত হইল সব রাঙ্গারূপে তব,
আবিরে লোহিত যেন হইয়াছে ভব।
সহসা পশ্চিমে যদি করি নিরীক্ষণ,
বোধ হয়, দাবানলে জ্বলিছে কানন।
চেয়ে দেখ দিবাকর! তব রিপু তমঃ,
ভয়ঙ্করবেশে আসে করিতে আক্রম।
পূর্ব্বরাজ্য অধিকার করিতেছে ক্রমে,
রাখিবে কেমনে তুমি এ হীন বিক্রমে।
উপকারী মিত্র বলে মন্ত্রণা দিতেছি,
রাখ বা না রাখ কথা, তবু বলিতেছি

তমোপহ নাম যদি রাখিবারে চাও,
ত্বরায় যাইয়া তবে বিধুরে পাঠাও।
এখনি আসিয়া শশী নাশিবে তিমির,
ঘুষিবে সকলে যশ তোমার মিহির!
যদি বল, একি কথা! হয় কি এমন,
একে কর্ম্ম করে ফল পায় অন্য জন।
দ্বিজরাজ জয়ী হবে হরি অন্ধকার,
তাহাতে আমার হবে কি পুরুষকার।
এ আশঙ্কা নাই তব, জানে সবলোকে,
কলানিধি আলো করে তোমার আলোকে।
কেনা জানে করে রণ অনুচরচয়,
তাহাতে রাজার হয় জয় পরাজয়।
কিম্বা যায় যাক্ রাজ্য ক্ষতি নাই তায়,
ফেলিয়া স্বজনগণে বল কে পলায়।
ছাড়ি নিজ দেশ যদি যাবে দেশান্তরে,
ভাব দেখি কি ভাবিবে নলিনী অন্তরে।
তোমার বিরহে দেখ, মুদিছে নয়ন,
নাই সে সরস মুখ বিরস এখন।
বাসরে বাসরমণি! প্রমোদ যাহার,
সে কি পারে সহিবারে পাপ অন্ধকার!

কমল মুদিত হেরি, যতেক ষট্‌পদ,
নিরাশ্রয় হয়ে নিল বিষ্ণুপদে পদ।
বুঝহ মানব ! ঘটে যাহার আপদ,
কি আছে আশ্রয় তার বিনা বিষ্ণুপদ।
অথবা বুঝেছি ও ত ভৃঙ্গচয় নয়,
করেছি করেছি আমি করেছি নির্ণয়।
তোমার বিরহবহ্নি পদ্মিনীর মনে
জ্বলিছে তাহারি ধূম উঠেছে গগনে।

এ বড় আশ্চর্য্য কথা, ওহে প্রভাকর,
থাকিতে সহস্র কর হলে হীনকর।
দ্বিকরে মনুজ নিজ নিবারে পতন,
থাকিতে সহস্রকর পার না তপন !
বুঝিলাম, বিধি হয় প্রতিকূল যার,
সাধন থাকিতে হয় নিধন তাহার।
মিহিরে হেরিয়া শিক্ষা কর মর্ত্ত্যগণ !
সুসময়ে অহঙ্কার করোনা কথন।
চিরদিন সুসময় কারু নাহি রয়,
সলিল-লেখার ন্যায় ক্ষণে পায় লয়।
অতএব বাড়াবাড়ি কভু ভাল নয়,
নিতান্ত পতন তাহে জানিবে নিশ্চয়।

বৃদ্ধ।

স্থবির ! কি ভাব বসি, তোমার সুখের শশী,
একেবারে অস্ত গেল, আর দেখা পাবে না,
সুখোপায় যত ছিল, ক্রমে সব পলাইল,
তথাচ বিষয়-ভোগলালসা কি যাবে না ?
কোথা গেল শ্যামকেশ, কোথা বা মোহনবেশ,
একে একে হল শেষ, অনুরোধে রবে না,
যৌবনের গত সুখ, মনে করি কর দুখ,
মাথা কুটে মর যদি, তবু তাহা হবে না,
অন্যের যৌবনধনে, দেখে দুখ কর মনে,
হতাশ হইয়া ভাব, আর তাহা হবে না,
বয়স হতেছে যত, বাড়িছে বাসনা তত,
জান না কি এসংসারে, চিরদিন রবে না,
ধবল হইল কেশ, কুব্জ তব পৃষ্ঠদেশ,
ভেঙ্গে গেছে কটিদেশ, আর সোজা হয় না,
কপালে ত্রিবলী মালা, বদনে ঝরিছে লালা,
কম্পমান কলেবর, ক্ষণ স্থির রয় না।
বিগলিত দন্ত সব, প্রভাহীন নেত্র তব
দুর্ব্বল হয়েছে পদ চলিবারে চায় না,

সঙ্কুচিত সর্ব্বকায়, করভত্বচের প্রায়,
ঘৃণায় তাহার পানে, কেহ ফিরে চায় না।
শৈশবের বন্ধুগণ, করিয়াছে পলায়ন,
মনের কথাটী কও, হেন জন পাও না,
বেত্রমাত্র সহচর, হইয়াছ হতাদর,
ঘরে বশি থাক সদা, কোন স্থানে যাওনা,
বালক বালিকা যত, ব্যঙ্গ করে নানা মত,
যষ্টি লয়ে চলে যায়, ভয়ে কাছে যায় না,
মাথায় আঘাত কর, ক্রোধভরে জ্বলেমর,
করুণ নয়নে কেহ তোমা পানে চায় না।
খাতির না করে দাসে, পরিজন কটু ভাষে,
ডাকিলে না কাছে আসে, ভাল কথা কয় না,
পূর্ব্বকৃত উপকার, কেবা করে অঙ্গীকার,
দেখিয়া তোমার দুখ মম প্রাণে সয় না।
বাটীর বাহিরে বাস, পরিধান মোটা বাস,
ধরিয়াছে শ্বাস কাশ, তবু চক্ষু ফুটে না,
জরা জীর্ণ হল কায়, বলবুদ্ধি নাহি তায়,
তথাপি তোমার হায়, মোহনিদ্রা ছুটে না,
দেহ হল জর জর, হইয়াছ মর মর,
তথাচ মৃত্যুর কথা তুমি ভাল বাস না,

ভেবেছ অমর হয়ে, রবে তুমি এ আলয়ে,
যাইবে শমনে লয়ে, তবু এত বাসনা !
চিন্তা করে গেল কাল, চিন্তিলে না পরকাল,
আসিছে করাল কাল, সে ভয় কি কর না ?
আমার বচন ধর, কেন ঘুরে ঘুরে মর,
যিনি কালভয়হর, তাঁরে কেন স্মর না।

কহিনুর।

সুধাই হে কহিনুর ! কহিবে স্বরূপ,
কি বিষাদে ভারতের বসতি ত্যজিলে ?
কেন হলে নিজ দেশে নিদয় এরূপ ?
কেন বা সাগর পারে গমন করিলে ?
ভারতের অতিধন, মণিশিরোমণি !
স্বদেশের নৃপগণে যতনে তোমায়,
রাখিত সতত করি নিজশিরোমণি,
তবে তুমি কেন নাহি রহিলে হেতায়।
অনুমানি মনে আমি ওহে মণিবর !
নিগূঢ় প্রণয় তব স্বাধীনতা সহ ;
তাই সদা থাক হয়ে তার সহচর,
কদাচ না সহে তব তাহার বিরহ।

আজন্ম বসতি করি, হিন্দু রাজঘরে,
দুর্ব্বল দেখিয়া হায় ত্যজিলে তাহায়,
স্বাধীন যবনগেহে গেলে তুমি পরে,
অধীনে কি পারে মণি! পুষিতে তোমায়।
না লাগিল ভাল তব যবন আলয়,
তাই বুঝি ত্যজিলে হে তার সহবাস,
সাহসিক সিকরাজে হইলে সদয়,
কিছু কাল পরে তার ছাড়িলে নিবাস।
যদিও তোমার মণি! ভারতের সনে,
সম্বন্ধবন্ধন আছে পূর্ব্বের মতন,
তবু তব স্বদেশের এই খেদ মনে,
আর কভু নাহি পাবে তব দরশন।
ভারতনিবাসী যদি রাজ্য দেশ পায়,
তথাচ স্বদেশমায়া ছাড়ে না কখন,
নিদয়! ত্যজিয়া তুমি এ সুখনিকায়,
দেখালে পাষাণধর্ম্ম, বুঝেছি এখন।
যবে তুমি হে পাষাণ! জাহাজে উঠিলে,
চেয়েছিল দীনভাবে দুর্ব্বল ভারত;
তুমি তাহে মনে কিছু খেদ না করিলে,
উচ্চপদ পেয়ে গেলে করি গর্ব্ব কত।

ভয়াকুল ভারতের (জানিবে নিশ্চয়),
হবে না শকতি কভু আনিতে তোমায় ;
তাই বলি, স্বদেশের রেখ অনুনয়,
ছাড়িয়া ভারতরাজ্যে যেওনা কোথায়।
মণি হে ! সাগরপারে করেছ বসতি,
ভাবি ইহা, খেদ হয় আমাদের মনে ;
সুখী হই, শুনি যবে, ভারতের পতি,
আদরে তোমারে রাখে মুকুটভূষণে।

✓ অর্থই অনর্থের মূল।

যদি অর্থ ব্যর্থ করে পরমার্থ ধন,
তবে কেন সেই অর্থে এত আকিঞ্চন।
যথার্থ জানিবে অর্থে-সুখলেশ নাই,
কেবল অনর্থ অর্থ ঘটায় সদাই।
ধনার্জ্জনে যত সুখ জানে সর্ব্বজনে,
ততোধিক দুঃখ হয় তাহার রক্ষণে,
বিনাশে বিশেষ ক্লেশ পায় ধনিগণ,
তবে কেন অর্থ হেতু ঘুরে মর মন।
অর্থে হরে শৌচ শান্তি সত্য সাধুব্রত,
অর্থে করে বিধিমতে মানবে বিব্রত।

অর্থ লাগি ধনী করে মিত্রকেও ভয়,
অর্থ লোভে কত লোক চৌর্য্যে রত রয়,
অর্থে নরে করে ঠিক্ পিশাচের প্রায়।
অর্থে পরমাত্মবর্ত্ম হেলায় হারায়।
অর্থ সম রিপু নাই, জেন হে নিশ্চয়,
অর্থই সুখের পথে কণ্টকনিচয়।
তুচ্ছ বিভবের তরে নীচের সেবায়,
কেন রে অমূল্য কাল কাটাও বৃথায়।
অতএব ধনাগম-তৃষা পরিহর,
বিহর পরম সুখে শান্তিপথ ধর।
পবিত্র-পরমপদ-প্রদ পরাৎপর,
পরমেশ-পদ ভজ হইয়া তৎপর।
পাবে শান্তি, তৃষ্ণা শান্তি হবে, যাবে দুখ,
পাইবে পরম পদ, হবে চিরসুখ।

আশা।

আশা! কিসে তোর আশা করিব পূরণ,
উপায় না পাই তার, ভ্রমিয়া ভুবন।
ওরে স্থূলদেহ! দেহ বলিয়া আমায়,
কিসে হয় তব তৃপ্তি, কি করি উপায়।
যত চাই তত পাই যদিও, তথাপি
লম্বোদর নাহি পূরে তোমার কদাপি।
ধন ধান্য রম্য হর্ম্ম্য আর হস্তী হয়,
যত হয়, কিছুতেই তৃপ্তি নাহি হয়।
সাগর রসনা পৃথ্বী পেলেও, বাসনা
পূরে না, উঠে না মন, ঘুচে না কামনা।
নব নব বিষয়েই লালসা তোমার,
পাও যদি স্বর্গপদ, জ্ঞান কর ছার।

কিন্তু এই দুঃখময় সংসার ভিতরে,
তোমা বিনা সাধ্য কার ক্ষণ বাস করে।
দুঃখঘনে হৃদাকাশ আবরে (১) যখন,
বায়ুরূপে পরিষ্কার করে কে তখন?
পুত্রনাশে জননীর দীপ্ত-শোকানল,
অমৃত হইয়া তাহা কে নিভায় বল।

---

১) আবরে আবরণ করে।

পুত্রবিনা বন্ধ্যানারী করয়ে রোদন,
তুমি তার নেত্রবারি করহ মোচন।
মুমূর্ষু যখন থাকে মরণশয়নে,
তখনও তারে তোষ আশ্বাসবচনে।
দুর্ভাগ্য-দলিত-জন বিরস-বদনে,
সহাস্য করিতে পারে কে আছে ভুবনে?
অতএব দুখরাশি নিবারিতে আর
তোমা বিনা আছে আশা! শকতি কাহার।
শোকতাপদুঃখময় সংসার দেখিয়া,
কে তোমারে ধরাধামে দিল পাঠাইয়া।
আহা মরি মরি, তিনি কিবা দয়াময়,
সদা যেন তাঁর প্রেমে মন মুগ্ধ রয়।
কভু সর্ব্বদুঃখহরা আশালতা! তুমি
সুখফলে সুশোভিত কর মনোভূমি।
দুর্ভাগ্যপবনে ভাঙ্গে তোমারে যখন,
কত দুখ দাও তুমি মানবে তখন;
অঙ্কুরিত হয়ে পুনঃ নবরূপ ধর,
আশ্বাসিয়া মানবের সেই দুঃখ হর।
কত যে শকতি তব বলা নাহি যায়,
কে রাখিতে পারে আশা! স্ববশে তোমায়।

দিন দিন এ সংসার হয় পুরাতন,
তুমি সদা নব ভাব করহ ধারণ।
যে পথে ধাইলে তুমি শান্ত রয় মন,
কেন সেই পথে আশা! কর না গমন?
হায় রে বিষয়-আশা কভু নাহি যায়,
নিবারিতে সে পিপাসা সাগর শুখায়।
রে আশা! আমার আসা সার হল ভবে,
তোরে দাস করে আর সুখী হব কবে।

কটুভাষিণী রসনা।

রসনা! সরসা তুমি, কথা কেন বিরস,
বজ্রসম বাজে কাণে জ্বলে যায় মানস।
ভাষাদোষে নিজ জনে পর কর ক্রমশঃ,
দারা সুত আদি সবে হয়ে বসে অবশ।
বৃথা কেন কর পীড়া-কর পর-কুযশ,
কিবা হয় সুখোদয়, আছে তায় কি রস।
পরদোষঘোষণায় কেন এত যতন,
জান না কি তাহে হয় পরযশোহরণ।
ভাব মনে, ধনিজনে সুখী হবে শুনিয়া,
তাই কত তোষামোদ কর তুমি রচিয়া।

কিছু ফলোদয় নাই সেই কথা কথনে,
সুজনে কি শুনে কভু মৃষাভাষা শ্রবণে।
জ্বলে যায় শুনে তায় চটে উঠে তখনি,
শ্রবণে শ্রবণে তাহা জ্ঞান হয় অশনি।
তুষিবারে পরিহাস কথা কহ বহুশঃ,
অন্যে তাহা বিষ ভাবে তুমি ভাব পীযূষ।
কুভাষা বলিতে তব রস হয় রসনা!
জগদীশ গুণগানে নাহি দেখি বাসনা।
সুনৃত বচন যদি বল তুমি রসনে!
হেলায় তুষিতে পার সে সকল সুজনে।
অতএব শুন বলি, ত্যজ কথা কুরস,
বল তাহা, আছে যায় শমরস সুরস।

নদী।

অবিদিত গিরিকুলে জনম তোমার,
নদি! তব নীচপথে নিয়ত প্রচার।
নক্র মীন হীন জাতি সহ কর বাস,
আকারে বক্রতা তব পাইছে প্রকাশ।
থাকিয়া তোমার কূলে যত তরুগণ,
নিরন্তর তব শোভা করয়ে সাধন।

দুকূলনাশিনি ! তব গুণ কত কব,
অনায়াসে নাশ কর সেই তরু সব।
এইরূপে কতলোক তব নিন্দা করে,
কদাচ না সহে নদি ! আমার অন্তরে।
—শুনরে অবোধ নর ! আমার বচন,
বিধাতার খাত নদী সুখের কারণ।
দেখাইলে যত দোষ সে সকল গুণ,
সহজে বুঝিতে যদি হইতে নিপুণ।
সর্ব্বোপরি উচ্চ কুলে জনম নদীর,
করিতে উর্ব্বরা ভূমি ভাঙ্গে নিজ তীর।
যে লয় শরণ, তারে করে স্থান দান,
ছোট বড় বিচার না করয়ে মহান।
শুনরে নিন্দক ! সেই জল জন্তুগণে
করে কত উপকার, ভাব দেখি মনে।
নিজ বেগ মন্দ করি সুখের কারণ,
তটিনী বঙ্কিমভাবে করয়ে গমন।
যবে সতী পতিপাশে করে অভিসার,
তখন কি করে মূঢ় ! পথের বিচার।
যে পথে যাইলে হয় মহতের সঙ্গ,
তারে বল নীচ পথ, একি তব রঙ্গ।

সুখ হেতু বিধাতার সৃষ্টি সমুদয়,
পরম গহন তাহা, কে করে নিশ্চয়।
অতএব হিত কথা করহ শ্রবণ,
না বুঝে করোনা কারু দোষ দরশন।—
অয়ি নদি! তবগুণ কত কব আর,
পর-উপকার হেতু জনম তোমার।
যে দেশ ভূষিত নয় তোমার প্রবাহে,
সে দেশে করিতে বাস মন নাহি চাহে।
তোমার সলিল পানে জীবন জুড়ায়,
অবগাহে তব জলে তাপ দূরে যায়।
তোমার শীকরহর মারুত নিয়ত
উপকূলবাসিজনে সুখী করে কত।
আহা মরি তরঙ্গিণি! দিবসের শেষে,
কত শোভা হেরি বসি তব তীরদেশে।
বিমল সলিল বহে কুল কুল স্বরে,
সুরঙ্গে তরঙ্গমালা তায় খেলা করে।
দুধারে হরিত বর্ণ ভূমি তৃণময়,
ধবল প্রবাহ মাঝে সুশোভিত হয়।
আহা মরি কি সুষমা অতি মনোলোভা,
নীলাকাশে হয় যেন ছায়াপথশোভা।

মিশরাদি দেশ তব নিতান্ত আশ্রিত,
বিধিমতে কর তুমি তাহাদের হিত।
তব করে তাহাদের জীবন মরণ,
তাই মা বলিয়া তারা করে সম্বোধন।

স্তোত্র।

জয় বিশ্বপতি অগতির গতি,
এক মাত্র তুমি সার,
সকলি অনিত্য, তুমি এক নিত্য,
তব তত্ত্ব বুঝা ভার।
নিখিলকারণ, অনাদিনিধন,
তুমি সকলের মূল,
তুমি নিরাধার, কিন্তু সর্ব্বাধার,
তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল।
তুমি শিবময়, অশিবনিচয়,
তুমিই বিনাশ কর।
তুমি নিরঞ্জন, সাধুর জীবন,
অসীম শকতি ধর।
ওহে বিশ্বময়, হইয়া সদয়,
সদা শিব কর দান,

নিয়মে তোমার, নিখিল সংসার
করে সুখরসপান।
বিধু দিনকর, তারকানিকর,
গগন গহন সব,
অনল অনিল, অচল সলিল
প্রকাশে মহিমা তব।
ভূচর খেচর, আর জলচর
চরাচরে করে খেলা,
দেখি হয় মনে, যত জন্তুগণে
মিলেছে করিতে মেলা।
হে মঙ্গলালয় সৃষ্টি স্থিতি লয়;
সকলি তুমিই কর,
দেখিয়া কাতর, করুণা বিতর
গুণাতীত গুণাকর।

স্বার্থ।

ধন্য ওরে স্বার্থ ! তোর কি বিষম কল,
নিয়ত ঘুরিছে তাহে ভুবন সকল।
তোমার মহিমা কত কে বলিতে পারে,
তব বশে লোকে যায় সাগরের পারে।
ছাড়ি সব পরিজনে আর নিজ দেশে,
অনেকে বিদেশে থাকে তোমার আদেশে।
হইয়া তোমার দাস মানবনিকরে,
নিরন্তর লাঠালাঠি কাটাকাটি করে।—
যাহা কিছু দেখি সব স্বার্থের বিষয়,
স্বার্থ হানি হলে কারু প্রাণে নাহি সয়।
ধন্য ওহে স্বার্থ ! তুমি ধর কত বল।
একেশ্বর এভুবনে তুমিই কেবল।
ন্যায় ধর্ম্মে মন্ত্রী করি যদি কার্য্য কর,
তবেই তোমার কাজ হয় শুভকর।
কেবল তোমারে ধরি যদি কোন লোকে,
কার্য্য করে, হয় তবে নিন্দিত এ লোকে।
বড় লোকে তুচ্ছ ভাবে তোমারে সতত,
আত্মসম দেখে এই ভুবন বিতত।—

সংসারে আপন ভাবে যাহার হৃদয়,
তাঁর কাছে আত্ম পর সব সম হয়।
স্বার্থ ত্যজি করে যেই পরার্থ ঘটন,
সেই ত পুরুষসিংহ সংসারভূষণ;
স্বার্থ রেখে করে যেই পরার্থ সাধন,
সেও লোকে হতে পারে প্রশংসাভাজন।
স্বার্থ হেতু নাশ করে যেই পরহিত,
মানুষ রাক্ষস তারে বলাই উচিত;
নিরর্থক পর পীড়া করে যেই জন,
কি জানি কি বলে তারে সেজন কেমন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে গান্ধারীর সমরক্ষেত্র দর্শন ও বিলাপ।

হায়! কে বুঝে কালের খেলা বিষম গহন,
এই অসার সংসার যেন নিশার স্বপন।
কভু অপার সুখের মেলা, কভু হাহাকার,
কভু উজ্জ্বল আলোক, কভু ঘোর অন্ধকার।
কভু রাজ্যপদ পায়, কভু পথের ভিকারী,
হায় কালের কুটিল গতি বুঝিতে না পারি।

দেখে গান্ধারীর দশা, দুখ হৃদয়ে না ধরে,
ছিল শত বীর পুত্র যার দুর্ব্বার সমরে,
তার বংশে বাতি দিতে কেহ রহিল না আর,
হায় কি কহিব কত সুখ ছিল যে তাহার।
হল কুরুক্ষেত্রে রণবহ্নি নির্ব্বাণ যখন,
দেখে (১) সম্মুখে সমরক্ষেত্র গান্ধারী তখন।
যেন ইন্দ্রজালে মায়ামোহে কিম্বা যোগবলে,
হেরি রণাঙ্গণ ভাসে রামা নয়নের জলে।
হায় পতাকা শোভিত ভগ্ন রথ শত শত,
দেখে চূর্ণ হয়ে চতুর্দ্দিকে পড়ে আছে কত
কত অসংখ্য গজের যূথ পর্ব্বতের প্রায়,
গায়ে রক্ত মাখা রণভূমে গড়াগড়ি যায়।
কত পড়ে আছে নানাবর্ণ তেজীয়ান হয়,
করে সাধ্য কার সঙ্খ্যা তার, গণনা না হয়।

---

(১) মহাভারতে বর্ণিত আছে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হইলে, গান্ধারী মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বরপ্রভাবে গৃহে বসিয়াই রণভূমি দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ বেদব্যাসের অনুজ্ঞাক্রমে কৃষ্ণ, ও অসহায় ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রসর করিয়া কৌরব মহিলাগণের সহিত সেই রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েন।

কত বদ্ধপরিকর সাদী ভয়ঙ্কর বেশে
আছে দশনে অধর চাপি পড়ে রণদেশে।
হয়ে যোধ-কুল প্রতিকূল দৈববশে হত,
করি বিকট মুখের ভঙ্গী পড়ে আছে কত।
আছে তার মাঝে কত বীর হেমবর্ম্ম গায়,
শিরে সুবর্ণ কিরীট শোভে খচিত হীরায়।
শোভে রুধিরাক্ত রণক্ষেত্রে তাহাদের কায়,
হেরি জ্ঞান হয়, নিদ্রা যায় লোহিত শয্যায়।
কত লক্ষ লক্ষ কাটামুণ্ড গড়াগড়ি যায়,
কত ছিন্ন হস্ত পদ আছে পড়িয়া ধরায়।
কত শেল শূল অসি চর্ম্ম মুষল মুদ্গার,
আর পরশু কার্ম্মুক গদা ভিন্দিপাল শর;
পড়ে আছে সেই রণভূমি আচ্ছাদন করে,
হয় হৃদয় কম্পিত দেখি সে শস্ত্রনিকরে।
বহে রুধিরের নদী অতি ভীম দরশন,
রবে মহানন্দে রণাঙ্গণে যত শিবাগণ।
কত শকুনি গৃধিনী সুখে শবমাংস খায়,
যত কাক বক চিল ঊর্দ্ধে উড়িয়া বেড়ায়।
আহা জয়দ্রথ ভীষ্ম কর্ণ আদি বীরগণ,
হয়ে রক্ত-সিক্ত-দেহ রণে করেছে শয়ন।

হেরি গান্ধারী কাতরা কান্দি কহিছে কেশবে,
হায় শোকে প্রাণ যায় কৃষ্ণ! দেখিয়া এ সবে।
দেখ পড়ে আছে রণভূমে মম সুতশত,
ইহা নয়নে দেখিতে হল, দুখ কব কত।
বুঝি, আমা হেন পাপীয়সী নাই ত্রিভুবনে,
তাই এখনো বাঁচিয়া আছি দেখিয়া নয়নে।
হেরি দুর্য্যোধনে মূর্চ্ছাপন্না হইল তখন,
পরে চেতন পাইয়া সতী করয়ে রোদন।
শিরে করে করাঘাত মুখে হাহাকার রব,
বলে কেন বাছা! কি লাগিয়া হইলে নীরব।
আমি শত-বীরমাতা, দেখ কি দশা আমার,
অরে আর ত সহিতে নারি পুত্রশোকভার।
কৃষ্ণ! কি কব দুখের কথা দেখরে চাহিয়া,
আমি কহিতে না পারি প্রাণ যায়রে ফাটিয়া।
সদা করিত সুস্বরে যারে বন্দিগণ স্তব,
এবে সে শুনে শ্মশানে শুয়ে শৃগালের রব।
মাখি অগুরু চন্দন অঙ্গে করিত শয়ন,
হায় দুর্গন্ধ রুধিরে মাখা সে অঙ্গ এখন।
কত সুন্দরী কিঙ্করী যারে করিত ব্যজন,
এবে সে করে শকুনি-পক্ষ-পবন সেবন।

আহা কুসুমশয়নে গায়ে বাজিত যাহার,
আছে কঠিন মাটিতে পড়ে সহে কি আমার।
দেখ, কৌরব পাঞ্চাল বালা আর বধূগণ,
করে পাগলিনীবেশে রণভূমি দরশন।
হায়! দেখিয়া ওদের দুখ হৃদয় বিদরে,
দেখ, আকুলপরাণে সবে এসেছে প্রান্তরে।
কভু দিনমণি যাহাদের দেখিতে না পায়,
হায়! প্রান্তরে আসিয়া তারা কান্দিয়া বেড়ায়।
করে বধূগণে নিরখিয়া গান্ধারী রোদন,
পড়ে বিবশা হইয়া পুনঃ ধরায় তখন।
—স্মরি তাদের সে ভাব, দুখে লেখনী না সরে,
মম দুনয়নে অবিরত বাষ্পবারি ঝরে।
আমি কি কহিব তাহাদের সে দুখের কথা,
তারা একদৃষ্টে চেয়ে আছে যার যথা ব্যথা।
মরি হেরি তাহাদের রূপ প্রাণ ফেটে যায়,
যেন চঞ্চলা অচলা হয়ে প্রকাশে ধরায়।
গেছে কবরীবন্ধন খুলে ঝুলিতেছে কেশ,
হয় ধূলায় ধূসর, অঙ্গ পাগলিনী বেশ।
হায়! নেত্রনীরে ধৌত হল নয়নঅঞ্জন,
তাই হইল কপোল কাল শ্যামল বসন।

শোভে সজল কপোল দেশে অলক সকল,
যেন তামরসে সুখে বসি আছে অলিদল।
ক্রমে এ শোকের একশেষ হইল যখন,
হয়ে জ্ঞানহীনা দেখে তারা সেই রণাঙ্গন।
হায়! ক্ষণকাল পরে পুনঃ পাইয়া চেতনা,
কান্দে ধরায় পতিত হয়ে কুরুকুলাঙ্গনা।
সেই অস্ফুট রোদনধ্বনি উঠিল গগনে,
আহা! পাষাণ বিদরে তাহা শুনিলে শ্রবণে
সবে শোকভরে বেগে ধায় শবময় স্থলে,
কেহ হেরি নিজ পতিদেহ ধরে তার গলে।
বলে কোথা যাও অধীনীরে ত্যজিয়া এখন,
নাথ! প্রাণ যায়, কথা কও, জুড়াও জীবন।
নাহি পতিবিনা পতিরতা রমণীর কেহ,
বল কেমনে বিহনে তব, ধরিব এ দেহ।
হায়! না করিয়া প্রণয়ের ব্রত উদ্‌যাপন,
কভু উচিত কি হয় প্রভু! এ চিরগমন!
কভু চিবুকে ধরিয়া তার কহে সকাতরে,
দেখ রাজার মহিষী হয়ে এসেছি প্রান্তরে।
নাথ! তোমার এ মৌনভাব সাজে কি এখন,
কর নির্ব্বাণ হৃদয়ানল কহিয়া বচন।

বল কি দোষে এ দাসী দোষী তোমার চরণে,
তাই রোষবশে শুয়ে আছ মৃত্তিকাশয়নে।
তুমি ক্ষমা কর অপরাধ, গাতোল এখন,
নাথ প্রাণ যায় দেখি তব বিবর্ণ বদন।
আহা! লাগিছে তপনতাপ সহেনা অন্তরে,
বলি ধরিছে বসনাঞ্চল মুখের উপরে।
কেহ সহসা সুতের মুখ দেখিয়া তথায়,
হায়! কি হইল বলি, পড়ে অমনি ধরায়।
থাকে ক্ষণেক বিবশা হয়ে মিশে শবদলে,
পরে চেতন পাইয়া পুত্রে কোলে করি বলে।
ওরে দুখিনীজীবন! তুই হৃদয়ের ধন,
বল ভূতলে শয়ান আছ কিসের কারণ।
বাছা বিবর্ণ দেখিরে কেন ও বিধুবয়ান,
হল কিসের লাগিয়া বল এত অভিমান।
তুমি যা চাহিবে তাই দিব আছে কি অভাব,
ওরে প্রাণ ফেটে যায় যাদু! দেখে তোর ভাব।
লোকে বীরের জননী বলি ডাকিত আমায়,
হায় কাঙ্গালিনী করে বাছা! যাওরে কোথায়।
তোর দুখিনী জননী আমি করিয়াছি কোলে,
মম হৃদয় শীতল কর ডাকি মা মা বোলে।

বাছা শূন্যগেহে শূন্যদেহে যাইব কেমনে,
ওরে তোরে হারা হয়ে আর কাজ কি জীবনে।
হায়! গগনে বাড়িছে বেলা শুখাল বদন,
উঠ অঞ্চলের নিধি! ঘরে চলরে এখন।
কত দৈব করে পেয়েছিনু পুত্র! তোমা ধনে,
হায়! কি দোষে ত্যজিয়া যাও বধিয়া জীবনে।
অরে হতবিধি! দিয়া নিধি, করিলি হরণ,
কিছু বুঝিতে না পারি তোর বিচার কেমন।
কেহ দেখিয়া পিতার দেহ করে হায় হায়,
কাঁন্দে অধীরা হইয়া শোকে পড়িয়া ধরায়।
বলে সহিতে না পারি পিতঃ এ শোকের ভার,
হেরি দশ দিক্ শূন্যময় ভুবন আঁধার।
হায়! আর কি দেখিতে পাব ও রাঙ্গাচরণ,
কভু শুনিব কি আর সেই স্নেহের বচন।
আহা! তেমন করিয়া কেবা করিবে আদর,
দেখ তোমার নন্দিনী কান্দে হইয়া কাতর।
নাই জগতে ভকতিপদ তোমা বিনা কেহ,
হায়! শূন্যময় হইয়াছে আমাদের গেহ।
কেহ সহোদরে হেরি কাঁদে করি হায় হায়,
পড়ে ছিন্নমূলতরু যথা সহসা ধরায়।

বলে কোথা গেলে ওরে ভাই! ত্যজিয়া আমারে,
দেখ কাঁদিছে ভগিনী তব প্রান্তরমাঝারে।
ভাই! হইল বান্ধবহীন ধরণী এখন,
হেরি তোমা বিনা এ ভুবন যেন জীর্ণবন।
আহা! এরূপে বিলাপ করে কুলবধূ যত,
শুনি বিদরে হৃদয় দুখে, আর কব কত।
পুনঃ চেতন পাইয়া হায় গান্ধারী তখন,
কহে করুণবচনে কৃষ্ণে করি সম্বোধন।—

দেখ কেশব! ধরিয়া কেহ পিতার চরণ,
হায়! হাহাকার করি কত করিছে রোদন।
কেহ ছিন্নশির যুক্ত করে অন্য কলেবরে,
তাহা, নাহি হয় অবিকল, ভিন্নরূপ ধরে।
কেহ পতিদেহে পতিমুণ্ড করিল যোজন,
হেরি পদহীন পদ তার করে অন্বেষণ।
সবে এইভাবে করে শবদেহের মিলন,
নাহি হেরি অনুরূপ হয় সজল নয়ন।
দেখ রণাঙ্গনে রামাগণে বিষণ্ণবদন,
যেন জ্ঞান হয়, শুখাইল কমলকানন।
ইহা বলিতে বলিতে পড়ে গান্ধারী ধরায়,
হায় দেখিতে দেখিতে শোকে চেতনা হারায়।

পরে চেতন পাইয়া পুন গান্ধারী তখন,
করি শিরে করাঘাত কত করয়ে রোদন।
বলে কেশবে কে সবে শোক, জ্বালহ দহন,
এই রণযাগে পূর্ণাহুতি দিব এ জীবন।

সম্পূর্ণ।

দৃষ্টং কিমপি লোকেঽস্মিন্ ন নির্দোষং ন নির্গুণম্।
আবৃণুধ্বমতোদোষান্ বিবৃণুধ্বং গুণান্ বুধাঃ॥